# সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্য চিত্র

উন্নয়ন কার্যক্রম:

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত২৪৬.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। একইসময়ে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৭৭.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ হলো:

১. ৩৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১৯টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সুষমকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. ২৯.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত ভবনে দেশীবিদেশী চিত্রকর্ম সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. ১২২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৩৯টি জেলার জেলা গণগ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. ২৮.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ম তলা বিশিষ্ট বাংলা একাডেমীর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৫. ৭.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট'এর একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৬. ২৮.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে আর্কাইভস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭. ৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অপ্রচলিত মূল্যবান নথিসমূহের সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ কাজ শেষ করা হয়েছে।

৮. নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারীবাড়ী জাদুঘরে রূপান্তরের কাজ শেষ হয়েছে। খুলনার দক্ষিণডিহিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ী এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কাচারী বাড়ী সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিলাইদহে কুঠিবাড়ী সংস্কার, পদ্মা-চপলা বোটের অনুকৃতি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিলাইদহে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাজশাহী জেলার পুঠিয়াতে মন্যুমেন্ট সংস্কার করা হয়েছে।

৯. ১১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ফরিদপুরস্থ বাসভবনে একটি জাদুঘর, লাইব্রেরী-কাম-গবেষণাকেন্দ্র, উন্মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করা হচ্ছে।

১০. ১০.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় জাদুঘরের অডিও ভিজ্যুয়াল এবং অডিটোরিয়াম আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

১১. ১০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁও' এ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশণের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

১২. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর এ্যালবাম প্রকাশ করা হয়। এ্যালবামের ৫,০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে। শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের ১১টি সিডি প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩. বাংলাপিডিয়া: ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪. রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকাবাসীর ঐতিহ্য সম্পর্কিত ১৮টি ভল্যুম প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫. পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের পর্যটন কর্মসূচির আওতায় কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অবকাঠামো নির্মাণ ও পাথওয়ে নির্মাণ কাজ, কুঠিবাড়ি সংস্কার, খুলনার দক্ষিণডিহিতে সংস্কার কাজ, পুটিয়ার গ্রুপ অব মন্যুমেন্টের সংস্কার কাজ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাচারী বাড়ী মেরামত, নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্র কাচারীবাড়ী জাদুঘরে রূপান্তর এবং স্যুভেনির কর্নার নির্মাণ, শেরপুর বগুড়ায় খেরুয়া মসজিদ, তাজহাট জমিদার বাড়ি এবং যশোরের এমএম দত্তের বাড়ি, বাগেরহাটে কোদলা মাঠের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৬. কুশিল্লা জেলার ময়নামতি শালবন বিহারের অভ্যন্তরে উৎখননে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের নিদর্শন উন্মোচিত হয়েছে।

১৭. বগুরা জেলার মহাস্থানগড় তাম্রদুয়ার গেট প্রত্নতাত্বিক উৎখনন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫৭১টি ধাতব মুদ্রা, কাঠের টেরাকোটা ও বিভিন্ন দ্রব্যের রাসায়নিক পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৮. মানিকগঞ্জের বালিয়াটি প্রাসাদ জাদুঘরে রূপান্তর করে দর্শকদের জন্য উন্মক্ত করা হয়েছে।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত পদ্মা বোটের আদলে ০৮টি পদ্ম বোট ও ০১টি চপলা বোটের অনুকৃতি তৈরি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০২টি পদ্ম বোট ও ০১টি চপলা বোটের অনুকৃতি ভারতের বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী

বিশ্ববিদ্যালয় হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০. ৭টি জেলায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণের উদ্দ্যেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাতৃভাষা ও বর্ণলিপি সংরক্ষণ, পুস্তক প্রকাশনা, এ্যালবাম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে।

২১. "সাউথ এশিয়ান ট্যুরিজম ইনফ্রাস্টকচার ডেভেলপমেন্ট" প্রকল্পের আওতায় নাওগাঁর পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার এলাকা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকা, দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২২. ১৩.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে লালবাগ কেল্লার সংস্কার ও লাইট এন্ড সাউন্ড শোর মাধ্যমে লাইট এন্ড সাউন্ড শোর মাধ্যমে লালবাগ কেল্লার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধারার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২৩. খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী বিষয়ে ১০টি গ্রন্থমালা মুদ্রিত হয়েছে। সাহিত্য ঐতিহ্যমূলক ২টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের ১ম খন্ড মুদ্রিত হয়েছে।

২৪. বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর এবং লেখক জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

## অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি:

১. বাংলা ১৪১৭ সাল হতে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। সারাদেশব্যাপী পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

২. প্রতিবছর জাতীয়ভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে।

৩. জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গত চার বছরে ৬৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়। ২০১০ সনে একুশে পদক প্রাপ্ত সুধীদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৪০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। পদক প্রদানের পাশাপাশি মহান শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মার্তৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমী চত্বরে মাসব্যাপী একুশ গ্রন্থমেলা, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে ঢাকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার নব্বই বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

৫. ঢাকায় "Cultural Diversity Ministerial Forum of the Asia-Pacific Region" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকসহ এ অঞ্চলের ৩৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

৬. ISESCO কর্তৃক ঢাকাকে Capital of Islamic Culture for Asian Region 2012 ঘোষনার প্রেক্ষিতে গত ১৪ জুলাই ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ সূচনা করেন।

৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী ১৫তম দ্বিবার্ষিক এশিয়া চারুকলার প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮. সার্ক কালচারাল সেন্টার, কলম্বো, শ্রীলংকা'র অর্থায়নে এবং বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় ২২-২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ঢাকায় Symposium on Flokdance in the SAARC Region আয়োজন করা হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৫তম দ্বি-বার্ষিক এশিয়া চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ-২০১২ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রদর্শনীতে ৩৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে।

৯. ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৫তম দ্বি-বার্ষিক এশিয়া চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ-২০১২ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।এ প্রদর্শনীতে ৩৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে।

১০. সার্ক কালচারাল সেন্টার. কলম্বো, শ্রীলংকার'র অর্থায়নে এবং বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ ঢাকায় SAARC Handicrafts Exhibition আয়োজন করা হয়।

১১. জাপানে অনুষ্ঠিত মাসাধিকালব্যাপী Sectouchi Triennial 2013 Festival-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ।

১২. ৬৪টি জেলায় ও ৫০২টি উপজেলায় শিক্ষা র‍্যালী, শিক্ষা মেলা, মিনা কার্টুন প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়েছে। ৪৯০৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় হারমোনিয়াম, ডুগি, তবলা সরবারাহ করা হয়েছে।

১৩. ৪৮৩ টি উপজেলা থেকে শিশু নাটক দল নির্বাচন করে ৬৪টি জেলায় ৭-১০ টি দলের অংশগ্রহণে নাটক উৎসব হয়েছে। পরবর্তী ধাপে বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারী ২১টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি দল অংশগ্রহণ করবে।

১৪. ৭৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মোধ্যে মরমী কবি লালন শাহ, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী এস.এম সুলতান অন্যতম।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১. বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার লক্ষে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, মিশর, চীন, দক্ষিণকোরিয়া, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ফ্রান্স, ব্রাজিল, জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকাসহ মোট ২৬টি দেশ সফর করে। এ সময় ভারত, শ্রীলংকা, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাংস্কৃতি দলও বাংলাদেশ সফর করেছে।

২. বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ৩৯টি দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। বর্তমানে সরকারের সময়ে ভারত, জার্মানি, কুয়েতে, ভুটান, শ্রীলংকা ও তুরস্কের সাথে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তি/সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩. ২৬-২৮ জুন'২০১১ বাংলা একাডেমিতে ৩ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে এবং তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। এছাড়া ৩টি আঞ্চলিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪. কলেজ ছত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা ও ৪৮২টি উপজেলার ১,৩৭,২২৮ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাইপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে ২৪জন ছত্রছাত্রীর মধ্যে পাঠপ্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ৩০৩টি উপজেলার ৩৫৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ২০/২৫টি করে বই সরবারহ করা হয়েছে।

৫. দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩৩ লক্ষ টাকা ২১৯ টি প্রতিষ্ঠানে, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ কোটি টাকা ৫৪৯ টি প্রতিষ্ঠান, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২.৫০ কোটি টাকা ৬৯৬ টি প্রতিষ্ঠান এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে২.৫০ কোটি টাকা ৯২৩টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিভিন্ন হারে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৬. সারা দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৮০.০০ লক্ষ টাকা ৬৫৮জন, ২০১০-১১ অর্থবছরে ০১.৫০ কোটি টাকা ১৪৬২ জন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ০২.০০ কোটি টাকা ২০০৭ জন এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২.৫০ কোটি টাকা ২২০০ জন আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর অনুকূলে বিভিন্ন হারে ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

৭. সারা দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪৩১টি, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪৯৫টি, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৯৫টি এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬৯৫টি এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬৪১টি বেসরকারি পাঠাগারকে বিভিন্ন হারে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিঃ

- একুশে পদক প্রদান এবং একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদ্‌যাপন (২১ ফেব্রুয়ারি)।
- পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন (১৪ এপ্রিল)।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন (৮মে)।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন (২৫মে)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

আগামী দুই মাসে সম্পাদনের জন্য গৃহীত অতীব ও গুরুত্বপূর্ন কাজের তালিকাঃ

- একুশে পদক ২০১৪ প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম।
- মাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪ আয়োজন।
- মাসব্যাপী লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৪ আয়োজন।
- ১৭ তম ঢাকা আন্তজার্তিক বইমেলা ২০১৪ আয়োজন।